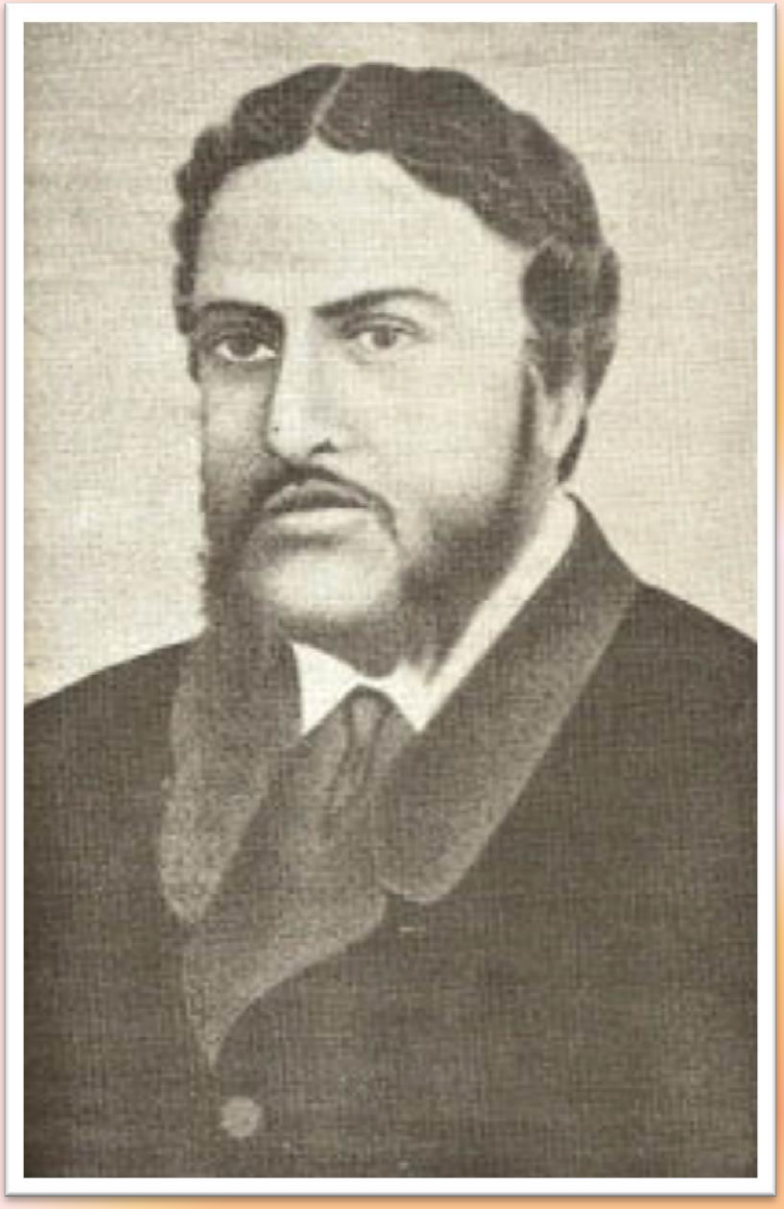

বাংলা নাটক ও প্রহসন

মধুসূদন দত্ত

নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪ – ১৮৭৩)

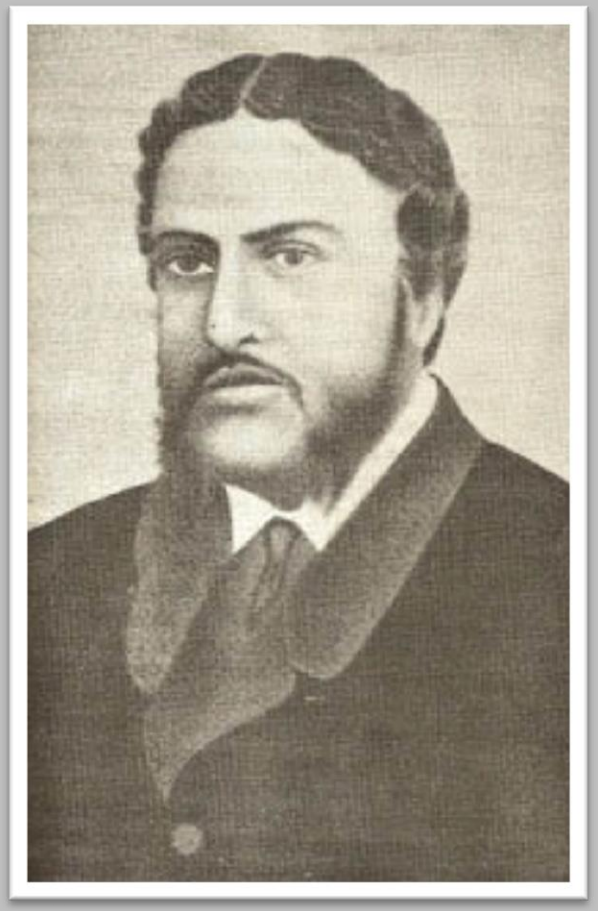

মাইকেল মধুসূদন দত্তের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির তিনটি বিভাগ

১। পৌরাণিক নাটক –

‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯)
‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০)

২। ঐতিহাসিক নাটক –

‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১)

৩। প্রহসন –

‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ (১৮৬০)
‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০)

নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসূদনের নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য

- বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ।
- প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে নূতন পথ প্রদর্শন।
- বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডি রচনার প্রয়াস।
- দুটি প্রহসনে সমকালীন জনজীবন ও সমাজ-বাস্তবতার উপস্থাপনা।
- এই প্রহসন দুটিতে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সংলাপ প্রয়োগ।
- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় নাট্যরীতির প্রয়োগে বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস।

নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা নাট্যজগতে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলা নাটকে এক অভূতপূর্ব উন্নয়নের সূচনা করে। বাংলা নাটকের বিষয় এবং সাহিত্যের অসহায়তা দেখে মধুসূদনের খেদোক্তি –

“অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।”

এরপরে মধুসূদনের হাত ধরেই উন্নতমানের বাংলা নাটকের নূতন পথযাত্রার সূচনা হয়।

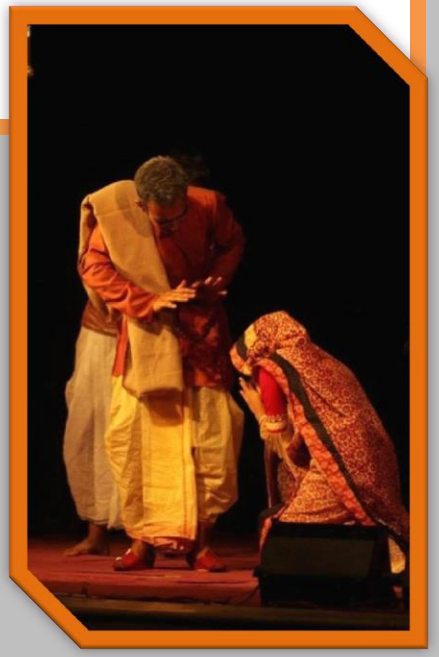

‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনের দৃশ্য

মোঃ মিসবাহুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬ – ১৯৩৮)

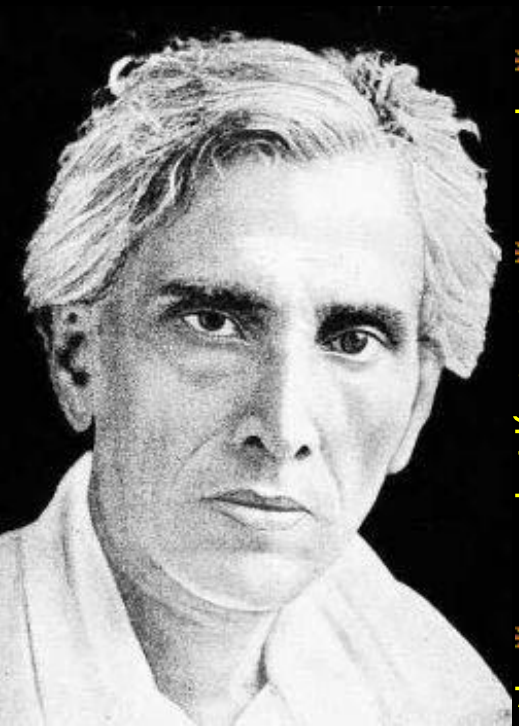

- শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী।
- মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের আন্তরিক উপস্থাপনা তাঁর উপন্যাসে।
- নারী চরিত্র অঙ্কনে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব।
- সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা শরৎচন্দ্রকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে।
- শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ লেখনী তাঁর সাহিত্যকে অমরত্ব দিয়েছে। ‘বিরাজ বৌ’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘পণ্ডিতমশাই’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘দেবদাস’, ‘চরিত্রহীন’, ‘দত্তা’ ‘গৃহদাহ’, ‘দেনাপাওনা’, ‘পথের দাবী’ ইত্যাদি উপন্যাস বিখ্যাত।বড়গল্প রচনাতেও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।
- বাংলা ছোটগল্প রচনাতেও তিনি অনন্য।‘মহেশ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’ বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব)

‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের নানাদিক

- কিশোর ও যুবক শ্রীকান্তের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রকাশ।
- শ্রীকান্তের নৈশ অভিযানের দুটি পর্যায়–
  ক) ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কিশোর শ্রীকান্তের নদীপথে নৈশ অভিযান।

  খ) যুবক শ্রীকান্তের শ্মশানে নৈশ অভিযান এবং তার জীবনদর্শন।
- কৌতুক রসের অবতারণা– মেজদার তত্ত্বাবধানে শ্রীকান্ত এবং অন্যান্য ভাইদের বিদ্যাচর্চা, ছিনাথ বহুরূপী, নতুনদার সঙ্গে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর নৌকাভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে কৌতুক রস পরিবেশন।
- নারী চরিত্র অঙ্কনে কৃতিত্ব: প্রধান দুটি নারী চরিত্র– অন্নদাদিদি এবং রাজলক্ষ্মী।

‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের নানাদিক

- উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্য –

ক) এটি একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

খ) প্রাঞ্জল ভাষার প্রয়োগ। অন্ধকার রাতের বর্ণনায় অসাধারণ চিত্রকল্প রচনা। রাতের নদী, মহাশ্মশানের রোমাঞ্চকর চিত্রায়ণ।

মহাশ্মশানের রোমাঞ্চ (‘শ্রীকান্ত’ - ১ম পর্ব)

মোঃ মিসবাহুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১ – ১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ছোটগল্প- ‘সুভা’

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের এক অসাধারণ সংজ্ঞা দিয়েছেন ‘সোনারতরী’ কাব্যগ্রন্থের ‘বর্ষাযাপন’ কবিতায়-

“ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি’ মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।”

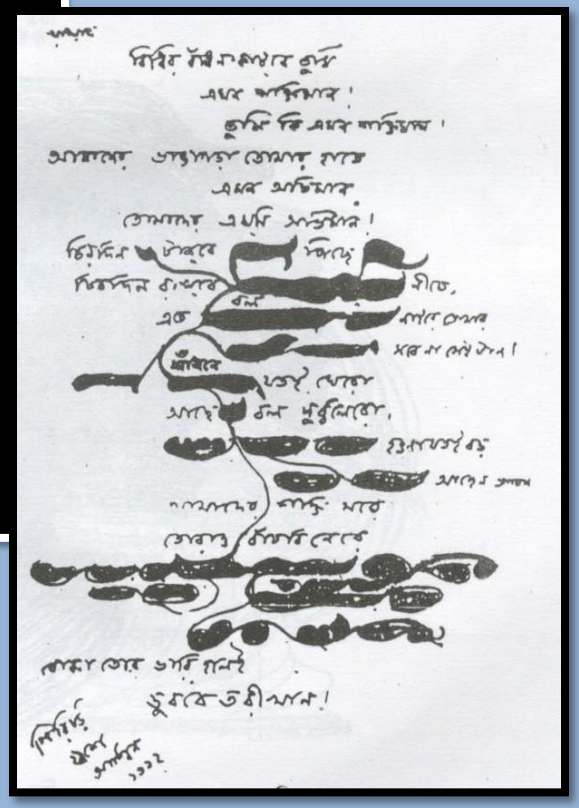

‘সুভা’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘সুভা‘

- ‘সুভা’ একটি সার্থক ছোটগল্প।
- কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা। সে মূক বালিকা।
- প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক।
- বিবাহের নামে প্রহসন।
- পিত্রালয়ে ফিরে আসা।

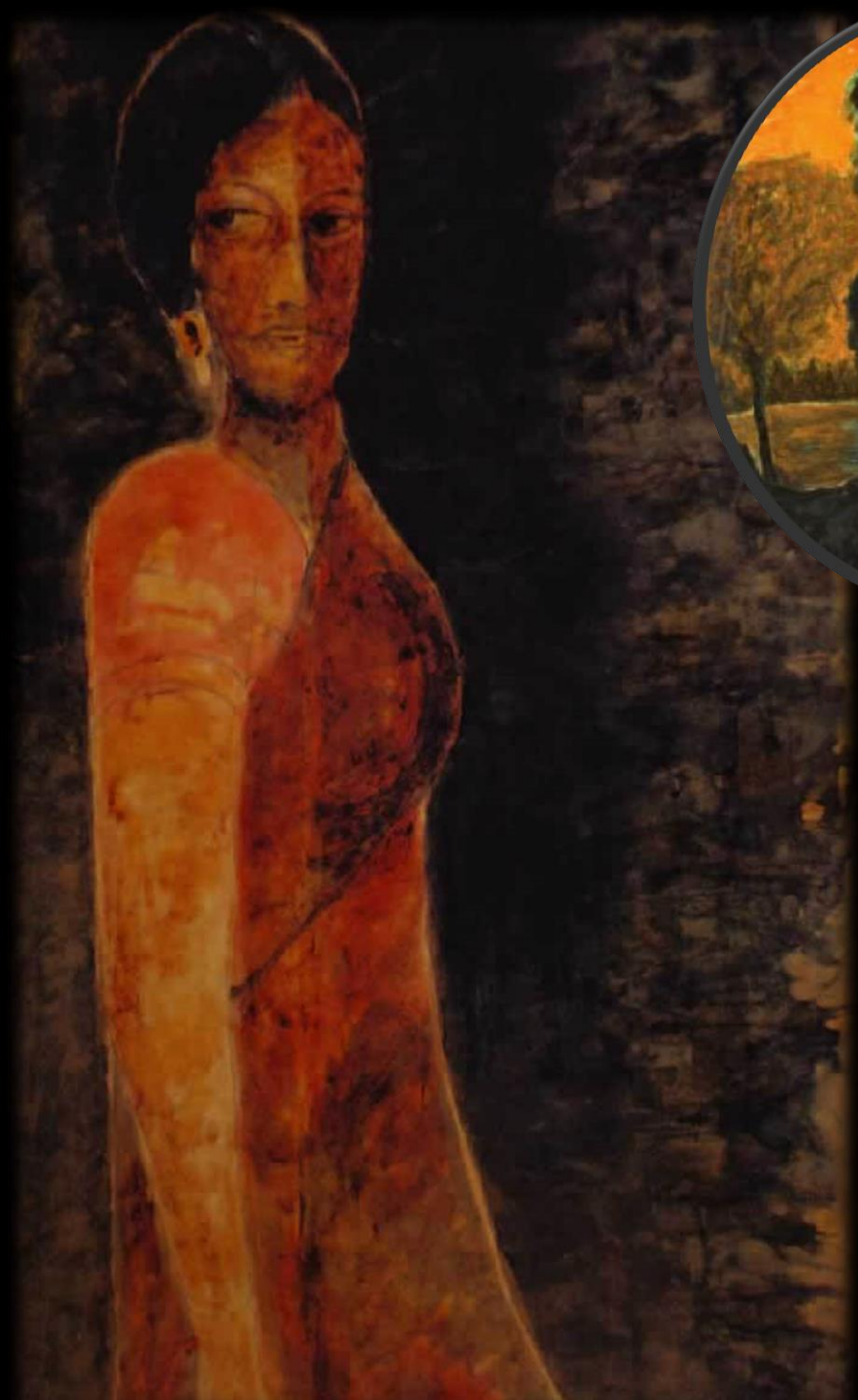

- নীরব প্রকৃতির কোলে সুভার ফেরা।

- ‘সুভা’ গল্পটি একটি বোবা মেয়ের নীরব কান্না।

- কাহিনির একমুখী বিন্যাসে, ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে সুসংহত আত্মপ্রকাশে ‘সুভা’ একটি সার্থক ছোটগল্প।

মোঃ মিসবাহুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ